মুজিবনগরে ৪ বাংলাদেশিকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৪ জনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পুশইন করেছে। পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন যশোর কোতোয়ালি থানার মৃত মশিয়ার রহমানের ছেলে তাহাজ্জেল হোসেন (৩৫), সাতক্ষীরা কালিগঞ্জ থানার হারান সরকারের স্ত্রী সুলতা সরকার (৪২), সাতক্ষীরা শ্যামনগর থানার মহিদুল ইসলামের স্ত্রী মনোয়ারা (৩৫) এবং মাদারীপুর রাজৈর থানার ধ্রুব বারুরীর স্ত্রী তৃপ্তী বারুরী (৩৫)।

স্থানীয় সূত্র ও মুজিবনগর থানা পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছিল। সাজা ভোগ শেষে বুধবার সকালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ দারিয়াপুর সীমান্ত দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দেয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ চারজনকে বিএসএফ সীমান্ত পার করে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
তাদেরকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। নাগরিকত্ব যাচাই শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে সীমান্ত দিয়ে ১৮

বাংলাদেশিকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ৭ জন নারীসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ৯ জন, সহড়াতলা সীমান্ত দিয়ে ৩ জন ও দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর সীমান্ত দিয়ে ৬ জনকে পুশইন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবি’র দায়িত্বপূর্ণ কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার হাবিবুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কাজিপুর আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৫/৪-এস এবং ১৪৬ এর মাঝখান দিয়ে তাদের পুশ-ইন করা হয়।

তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের এসব নারী-পুরুষ বিভিন্ন সময়ে ভারতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বিভিন্ন কারাগারে ছিলেন। তাদের সাজা শেষ হওয়ার পর ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী সীমান্তের ওপারে জড়ো করে সুযোগ বুঝে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দিয়েছে। তবে, পুশ-ইন হওয়া এসব ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক কিনা তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

এরা হলেন, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের রাজা শেখের ছেলে মহসিন শেখ (৩১), একই উপজেলার কাঠাধুড়ো গ্রামের টুটুল মোল্লার মেয়ে সাথি বেগম (২৪), নারায়ণগঞ্জ জেলার গাউছিয়া উপজেলার সাত্তার মিয়ার মেয়ে তানিয়া খাতুন, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ইদিয়া গ্রামের ইলিয়াছ শেখের ছেলে তুহিন শেখ, খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ইখরি গ্রামের ইদ্রিস মোল্লার মেয়ে ময়না বেগম, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার রতনদিঘী গ্রামের ইছাহাক আলীর মেয়ে ফাতেমা বেগম, একই জেলার রানীশংকৈল উপজেলার বলনচা গ্রামের আকবর আলীর ছেলে সোহেল রানা, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার মাধবপাশা গ্রামের সিদ্দিক শেখের ছেলে বরকত শেখ, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার উজিরমনি গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে ইকরামুল হোসেন, চচপাড়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে হাসিবুল ইসলাম, কাচকালি গ্রামের হামিদের ছেলে জাকির আলী, বারিশা গ্রামের সোবহানের ছেলে শাহ আলম, কাশিপুর গ্রামের ছলিমুদ্দীনের ছেলে আব্দুল কাদের, কেরবাড়ি গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে উসিরুল ইসলাম, নড়াইল জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের হাসমত খানের স্ত্রী লতা শেখ,

বিষ্ণুপুর গ্রামের হাসু মোল্লার ছেলে রমজান মোল্লা, মেয়ে আফরোজা কানন, ছেলে রমজান মোল্লা এবং রমজান মোল্লার স্ত্রী স্মৃতি বেগম।

বিজিবির পক্ষ থেকে বিকেলে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) মথুরাপুর বিওপিতে কর্মরত হাবিলদার রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টহল দল আজ বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সীমান্ত মেইন পিলার ১৪১ হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মথুরাপুর বাঁশবাগান এলাকা থেকে ৬ জনকে, শেওড়াতলা বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার রফিকের নেতৃত্বে একটি টিম আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলারের নিকট থেকে ৩ জন এবং কাজিপুর বিওপির টহল দল সুবেদার হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৫ ও ১৪৬ এর মাঝখান থেকে ৯ জনকে আটক করেন।

এ নিয়ে বিএসএফকে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও তাদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। সাড়া পাওয়া গেলে নো ম্যানস ল্যান্ডে পতাকা বৈঠক করা হবে।

কুয়েতে ফুটপাতে চাঁদাবাজির অভিযোগে বাংলাদেশি গ্রেফতার

কুয়েতে ফুটপাতে চাঁদাবাজির অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। সম্প্রতি এক অভিযানে চাঁদাবাজি করার সময় তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, চাঁদাবাজি চক্রের বাকি সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। একজন কর্মকর্তা জানান, যত্রতত্র দোকান বসানো এবং সেসব দোকান থেকে বেআইনিভাবে চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

গ্রেফতার বাংলাদেশির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ভীতি প্রদর্শন ও বেআইনি অর্থ আদায়সহ একাধিক অভিযোগে মামলা করা রয়েছে।

কুয়েতে ফুটপাতে দোকান বসানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে আইন অমান্য করে অনেক বিদেশি বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ফুটপাত, মসজিদের সামনে, শহর এলাকার বিভিন্ন গলিতে অস্থায়ী দোকানের পশরা সাজিয়ে বসে।

এসব দোকানকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় একটি চাঁদাবাজ চক্র। অভিযোগ রয়েছে, এই চক্রের সদস্যরা নিয়মিত দোকানিদের ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা আদায় করে। এমনকি কিছু প্রবাসী বাংলাদেশিও এই চক্রের সাথে সম্পৃক্ত।

সূত্র: সময় টিভি ।

মেহেরপুরের রংমহল সীমান্তে ৮ বাংলাদেশিকে পুশ-ইন করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৩৬ ও ১৩৭ নম্বর পিলারের মাঝামাঝি গেট দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয় বিএসএফ।

পুশ-ইন হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, ময়মনসিংহ জেলার টিটু শেখ (৪৫), আশরাফুল ইসলাম (৩৫), খুলনার দৌলতপুরের আমিনুল ইসলাম (২৮), নড়াইল জেলার আবেজান খাতুন (৪০), জামালপুরের ফাইমা আক্তার (২৭), নাছিমা আক্তার (৩৬), শিশু রহিম (৫) ও রোহান (৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুশ-ইনকৃত ব্যক্তিরা সীমান্তবর্তী সড়ক দিয়ে দেশের ভেতরের দিকে আসার সময় টহলরত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়লে বিজিবি সদস্যরা

তাদের আটক করে রংমহল বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে যান।

রংমহল বিজিবি ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, পুশ-ইন হওয়া আটজনের মধ্যে দুইজন শিশু, তিনজন নারী এবং তিনজন পুরুষ রয়েছেন। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরা, খুলনা ও জামালপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায়।

পুশ-ইন হওয়া ব্যক্তিরা জানান, তারা দীর্ঘদিন ভারতের জেলে থাকার পর গতকাল ভারতীয় পুলিশ তাদের বিএসএফ-এর কাছে হস্তান্তর করে। বিএসএফ তাদের সীমান্তের গেট দিয়ে বের করে দেয়, সেখান থেকে বের হয়ে আসার সময় আমাদের বিজিবি আটক করে।

রংমহল বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার বাশারুল ইসলাম জানান, “ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী সকাল সাড়ে ৬টার দিকে তারকাঁটার বেড়া পার করে তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। বিজিবি তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।”

এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন বিজিবির এই কর্মকর্তা।

বাংলাদেশিদের ‘পুশইন’ বন্ধে বিজিবির কড়া বার্তা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকে ‘পুশইন’ বন্ধে কঠোর আপত্তি জানিয়েছে বিজিবি। বিজিবি বলেছে, ভারতে অবৈধভাবে অভিবাসনকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ফেরত পাঠানো আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

বুধবার দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন দর্শনা বিওপির মেইন পিলার ৭৬ এর শূন্য রেখায় এ অনানুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক হয়। এতে বিজিবি পক্ষে নেতৃত্ব দেন ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান এবং

বিএসএফ পক্ষে ৩২ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট শ্রী সুজিত কুমার।

বৈঠকে বিজিবি কমান্ডার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, সীমান্ত পেরিয়ে গোপনে কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে পাঠিয়ে দেওয়া ‘পুশইন’ একটি গুরুতর অনিয়ম। তিনি বলেন, “এটা সীমান্ত আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।”

তিনি বিএসএফ কমান্ড্যান্টকে অনুরোধ করেন, কোনো বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানোর প্রয়োজন হলে, তা যেন সঠিক প্রক্রিয়ায় বিজিবিকে অবহিত করে, তালিকা হস্তান্তর এবং পরিচয় যাচাই সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে বিএসএফ কমান্ড্যান্ট জানান, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য লোকাল কমান্ডারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে।

বৈঠকে সীমান্ত হত্যা বন্ধ, চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, যৌথ টহল বৃদ্ধি, গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার এবং তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার বিষয়েও দু’পক্ষ একমত হয়।

বৈঠক শেষে দুই দেশের কমান্ডাররা মেইন পিলার ৭৬ পরিদর্শন করেন। পতাকা বৈঠকটি সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শেষ হয়।

মুজিবনগরে নারী-শিশুসহ ১৯ জনকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মুজিবনগরে নারী ও শিশুসহ ১৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বাংলাদেশে ঠেলে (পুশব্যাক) দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

রবিবার ভোররাতে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়।

তারা সীমান্ত পার হয়ে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় অবস্থান

করলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে ৯ জন শিশু, ৫ জন নারী ও ৫ জন পুরুষ। আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার কাঠগিরি গ্রামের আব্দুল জলিলের মেয়ে মোমেনা খাতুন এবং তার তিন ছেলে মোজাম্মেল হক (২৩), মোস্তাক আহমেদ (১৯) ও কাবিল (১১)। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার জয়মঙ্গল ১১ মাথা গ্রামের জালালউদ্দিনের ছেলে মইনুল ইসলাম, তার স্ত্রী কাঞ্চন বেগম এবং তাদের তিন সন্তান কারণ (১৪), রবিউল (৭) ও মরিয়ম (৪)। লালমনিরহাট জেলার সদর থানার চুঙ্গগাড়া গ্রামের মৃত গণেশ চন্দ্র পালের ছেলে নিতাই চন্দ্র পাল, তার স্ত্রী গীতা রানী পাল এবং তাদের তিন মেয়ে পার্বতী পাল (১৫), পূজা রানী পাল (৭) ও আরতী পাল (৩)। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার কুঠিচন্দ্রখানা গ্রামের খলিলের ছেলে আমিনুল ইসলাম, তার স্ত্রী পারুল এবং তাদের দুই মেয়ে আমেনা (৪) ও আরফিনা (১১ মাস)।

আটককৃতরা জানান, তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে বসবাস করছিলেন।

প্রায় ছয়-সাত দিন আগে ভারতের হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর জেলে রাখা হয়। পরে রবিবার ভোরে মুজিবনগরের সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশব্যাক করে বিএসএফ।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, আটককৃতরা কেদারগঞ্জ বাজারের বিআরটিসি কাউন্টারে অবস্থান করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করে থানায় আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে নারী- শিশুসহ ২২ বাংলাদেশি আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। আটকৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া পৃথক মাদক বিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার (১১ মে) মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধীন কুমিল্লাপাড়া, খোশালপুর ও জীবননগর বিওপির অভিযানে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি।

আটকদের মধ্যে ৪ জন নারী ও ৩ জন শিশু। বাকি ১৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। আটক ব্যক্তিরা নড়াইল, যশোর, রাজবাড়ী, কুমিল্লা, বাগেরহাট, নোয়াখালী ও খাগড়াছড়ি জেলার বাসিন্দা।

এছাড়া বেনীপুর, উথলী ও রাজাপুর বিওপির পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ৪২ বোতল ভারতীয় মদ, ৩ কেজি গাঁজা ও ৯৫২ পিস নিষিদ্ধ উত্তেজক ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, আটকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। আটক নারী ও শিশুদের যশোরের জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।